মেহেরপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। দিনটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি,আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে বুধবার সকালে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফ্ফর খান।

“প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়” প্রতিপাদ্যকে ঘিরে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক এস. এম. আশরাফুল হাবীব, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন, সামাজিক বন কর্মকর্তা এইচ.টি. হামিম হায়দার, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল হুদা, সুবাহ সামাজিক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মইন-উল-আলম এবং সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি শামিমা আখতার।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এসে শেষ হয়।

প্রধান শিক্ষক কালামসহ চারজনের

বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি মামলায় গত ২৫ মে মেহেরপুর জেলা জজ আদালত এ আদেশ দেন। গ্রেফতারী পরোয়ানা ভুক্ত বাকিরা হলেন সাবেক সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিনয় কুমার চাকী, ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি এবং বিদ্যালয়ে কর্মরত সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুন।

দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা সমন্বিত কার্যালয় কুষ্টিয়ার উপসহকারী পরিচালক মাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নম্বর ০৩/২০২৪, তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০২৪, ধারা: দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায়।

২৫ মে ২০২৫ তারিখে জজ আদালত মেহেরপুর কর্তৃক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলেও এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত একজন আসামিও গ্রেফতার হয়নি।

বাদী তার এজাহারে উল্লেখ করেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুন ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতের অপরাধ করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আসামি আখিতারা খাতুন ২৮/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদানের জন্য ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ ডিগ্রির যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগদানকালীন সময়ে তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা হতে ইস্যুকৃত মর্মে দেখিয়ে ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ পাশের একটি সনদ উপস্থাপন এবং দাখিল করেন।কিন্তু এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা এর স্মারক নম্বর এইউবি/পরীক্ষা/২০২২/৪৭২, তারিখ ৮/১২/২০২২ খ্রী. মূলে সনদ যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, আখিতারা খাতুন এশিয়ান ইউনিভার্সিটির যে সনদ ব্যবহার করেছেন সেটি জাল/ভুয়া। উক্ত ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ইস্যুকৃত ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিল করে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদান করেছেন।

ব্যাংক হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায়, তিনি ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরির বেতনভাতা বাবদ মোট ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা উত্তোলন করেছেন। যা ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ এর ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী আসামি আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে তাকে উক্ত ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকুরিতে নিয়োগ এবং সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে অন্য কারো সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এজাহারে উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

আখিতারা খাতুনের নিয়োগ বোর্ডে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি, ডিজি প্রতিনিধি কাজী মোঃ আনিসুজ্জামান, সাবেক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি) বিনয় কুমার চাকী, অভিভাবক প্রতিনিধি মোঃ আনারুল ইসলাম ও বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

নিয়োগ বোর্ড তিনজন আবেদনকারীর আবেদন যাচাই-বাছাই করে ২০/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। রেজুলেশন বহির সত্যয়িত ছায়ালিপি থেকে দেখা যায়, আখিতারা খাতুন নিয়োগ পরীক্ষায় ৪৩ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নিয়োগ বোর্ড তাকে সহকারী গ্রন্থাকারীক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। পরে ২৮/১১/২০১৯ তারিখে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাজী আনিসুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হিসেবে

দায়িত্বে ছিলেন না, অথচ ডিজি প্রতিনিধি হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে অভিভাবক সদস্য আনারুল ইসলাম লিখতে পড়তে জানতেন না। সেই সুযোগে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ তাকে ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। আনারুল ইসলাম তদন্তকালে জানান, আখিতারা খাতুনের ভুয়া সনদের বিষয়টি তিনি জানতেন না।

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ইচ্ছাকৃতভাবে আখিতারা খাতুনের নিয়োগকালীন সময়ের আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র বিনষ্ট করেছেন বলে অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন, নিয়োগকালীন সময়ের দাখিলকৃত মূল আবেদনপত্র, সনদ, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এবং রেজুলেশনবহির মূল কপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মামলার সাক্ষীরা হলেন, দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক নীলকমল পাল, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. তারেক কুদ্দস, অভিভাবক সদস্য মোঃ আনারুল ইসলাম, রূপালী ব্যাংকের শাখা প্রধান মো. হামিদুল ইসলাম, মো. মশিউর রহমান, কাজী মো. আনিসুজ্জামান, সহকারী প্রধান শিক্ষক দিলারা পারভীন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল লতিফ, দুদকের উপসহকারী পরিচালক, মো. আবু তালহা, সহকারী শিক্ষক (ধর্ম) মো. শরিফুল ইসলাম ও দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় একাধিক সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ তো নেয়নি, বরং প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী সীমাহীন দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই নয়, মেহেরপুরের আরও একাধিক স্কুলের দুর্নীতির সাথেও বিনয় কুমার চাকীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে আসবে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রকৌশলীসহ দুইজন নিহত

মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ জুন) সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান (৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)। মাহফুজ গহরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং আকমল শেখপাড়া গ্রামের মাবু মিরের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান অফিসের উদ্দেশ্যে গাংনীর দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে কলেজ শিক্ষার্থী আকমল হোসেন গাংনীর দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। ঘটনার সময় জেলা বনবিভাগের সামনে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহফুজের মোটরসাইকেলের নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-হ ৩৬-৫৪২৯ এবং আকমলের মোটরসাইকেলের নম্বর মেহেরপুর হ-১৩-৫১৯৪।

দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী আম মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় তিন দিনব্যাপী আম মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বিকেলে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে এ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক শায়খুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মণ্ডল, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা চায়না পারভিন, এআইও সাহাদুল ইসলাম এবং আম চাষি সাইদুর রহমান শাহীন প্রমুখ।

পরে আম মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল মালিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এতে প্রথম স্থান অর্জন করে এস. আর. এগ্রো-এর সাইদুর রহমান, দ্বিতীয় স্থান লাভ করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং তৃতীয় হয় মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মুজিবনগরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্র ঘোষিত ১৫ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ শাখা ছাত্রদলের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোঃ রিয়াজ শেখ এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাকারিয়া মোল্লা।

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান

প্যারোলে দুই ঘণ্টার মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেন পাশা। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সময়সীমায় তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান পাশার মা গতকাল সোমবার (২৩ জুন) কুষ্টিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিষয়টি জানার পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে। প্রশাসন আবেদন মঞ্জুর করলে মেহেরপুর কারাগার থেকে পুলিশ প্রহরায় পাশাকে তার নিজ গ্রাম মিনাপাড়ায় নেওয়া হয়।

মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মায়ের দাফন সম্পন্ন হয়। পরে আবারও কড়া প্রহরায় পাশাকে মেহেরপুর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।

জানাজায় এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এলাকাবাসীর চোখে অশ্রু দেখা যায় এই সময়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে নাশকতার একটি মামলায় আনোয়ার হোসেন পাশা গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি আছেন।

গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সনদ ও অর্থ আত্মসাতের তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষাগত সনদ ও বয়স জালিয়াতি করে পদে বহাল থাকার অভিযোগসহ অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ পদে বহাল রয়েছেন। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত চালাতে কলেজে যায় দুদকের একটি দল। অভিযান চলাকালে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে অভিযানের সময় কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক শিক্ষক-কর্মচারী দুদক কর্মকর্তাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানান তারা।

দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ বলেন, “আমরা কমিশনের আদেশে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষ ছুটিতে থাকায় আজ তাঁকে কলেজে পাইনি। তবে আমরা সমস্ত কাগজপত্র চেয়েছি। কিছু হিসাব চেয়েছি, যেগুলো তিনি দিতে পারেননি, পরে দিবেন বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা মিলেছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

গাংনী জুড়ে বোমা আতঙ্ক!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাবাসী এখন বোমা আতংকে দিন কাটাচ্ছেন। ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রেনীর মানুষের বাড়িতে একের পর এক বোমা চিরকুট ও কাফনের কাপড় রেখে হুমকী দেওয়ায় জনমনে তৈরী হয়েছে নতুন করে আতংক। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তবে, পুলিশ বলছে দূর্বৃত্তদের সনাক্তে কাজ করছে তারা।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি দোকানের সামনে থেকে হাতবোমা ও টিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লেখা হয় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরে আসবে, আমরা চরগোয়াল গ্রামের মানুষ। আমরা নদীর এপার ওপার আছি বিএনপির একটি লোকও যেনো গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে।’ এভাবেই হুমকী সংবলিত চিরকুট লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। পরে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের বাড়ির গেটের সাথে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ও চিরকুট রেখে যায় সন্ত্রাসীরা।

এছাড়া এলাঙ্গী গ্রামের সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা সুমনের বাড়িতে, গোপালনগরের বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামের দোকানের সামনে বোমা কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে যায়। এভাবেই চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে বোমা কাফনের কাপড় ও জিবন নাশের হুমকী সম্বলিত চিরকুট রেখে হুমকী দিচ্ছে। চিরকুটে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য দিচ্ছে মোবাইল নম্বর।

শুধু এসব ব্যক্তি নয়, উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গত চার মাসে প্রায় ১৪ টি হাতবোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ। যার অধিকাংশ বোমার সাথে চিরকুট ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করা হয়। এসব ঘটনায় উপজেলাবাসির মাঝে নতুন করে তৈরী হয়েছে বোমা আতংক। এক সময়ের রক্তাক্ত জনপদ দক্ষিণ পশ্চিামাঞ্চলের মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সর্বত্রই ছিল সন্ত্রাস কবলিত। তৎকালিন সময়ে সন্ত্রাস দমণে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৭ টি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩ টি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বোমা, কাফনের কাপড় এবং চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আতংকিত হয়ে পড়েছি। পুলিশ আজো এসব ঘটনায় জড়িতদেরকে সনাক্ত ও আটক করতে পারেনি। চরগোয়াল গ্রামের বাসন্দারা জানান, বোমা ও চিরকুট আমাদের গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সাথে জড়িতদের বের করে আইনের হাতে না দিলে আমার গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাবে।
গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান্ আন্জুমান আরা বলেন, বিভিন্ন গ্রামের বোমা রাখছে দূর্বৃত্তরা। মানুষকে হুমাকি দিচ্ছে। এগুলিকে দ্রত দতন্ত আইনের আওতায় না আনলে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হবে।

গাংনী পৌরসভার প্রথম মেয়র সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত আমিরুল ইসামের ছেলে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন. আমার বাবাকে গাংনী বাজারে বোমা মেরে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। আমরা তার বিচার আজও পাইনি।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী বকুল, সাবেক চেয়ারম্যান বজলুর রহমান, মঙ্গল স্বর্নকারকে বোমা হামলায় হত্যা করেছিল সন্ত্রীনরা। বর্তমানে বোমা আতংক ছড়িয়েছে গাংনীতে। পুলিশ দ্রত তদন্ত করে দোষীদের আইনে সোপর্দ করতে হবে। তা না হলে গাংনী আবারও রক্তাক্ত জনপদে পরিনত হবে।

গাংনী থানা ওসি (তদন্ত) মো: আল মামুন-বলেন, বোমা সাদৃশ বেশ কয়েকটি বস্ত উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি বোমা কিনা তা পরীক্ষা করে বোমাবাজ ও সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ।

মুজিবনগরে দিনব্যাপি কাব কার্নিভাল অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী জনসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং সমাজ ও দেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা ও সমাজের উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে দিন ব্যাপি কাব কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল বাংলাদেশ স্কাউটস মুজিবনগর উপজেলার আয়োজনে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপনায়, ভবরপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপি কাব কার্নিভাল মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী ও স্কাউটস এর সভাপতি পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্কাউটস পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, স্কাউটস এর সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, স্কাউটস কমিশনার রুথ ছবি বিশ্বাস, ক্যাশিয়ার গোলাম ফারুক, কাব লিডার শাজাহান শেখ, স্কাউটস লিডার মফিজুর রহমান সহ উপজেলা ৩০ টি স্কুল এর ১৮০ জন শীক্ষার্থী, ৩০ জন ইউনিট লিডার এবং ৮ জন কর্মকর্তা ৮ জন সেচ্ছাসেবক এবং ১৫ জন অতিথি উপস্হিত ছিলেন, ডিম ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা মূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় দিন ব্যাপি কাব কার্নিভাল।

মেহেরপুরে দিনব্যাপী কাব কার্নিভাল উদ্বোধন

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর সদর উপজেলার উদ্যোগে এবং স্কাউট প্রোগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী ‘কাব কার্নিভাল ২০২৫’ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা স্কাউট ভবন (কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল) মাঠে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি মো. খায়রুল ইসলাম।

প্রার্থনা সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও কাব পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রার্থনা সংগীত পরিবেশন করে তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাব সদস্য মুসলিমা খাতুন।

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক আশরাফুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, উপজেলা কমিশনার শফিকুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম, তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইউনিট লিডার মঞ্জু খাতুনসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আগামীর বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখতে আজ থেকেই শিশুদের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভালো মানুষ হতে হলে কাব আন্দোলনের শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে স্কাউটিং এর বিকল্প নেই।